ব্যাংক হিসাব

ব্যাংক হিসাব কি?

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

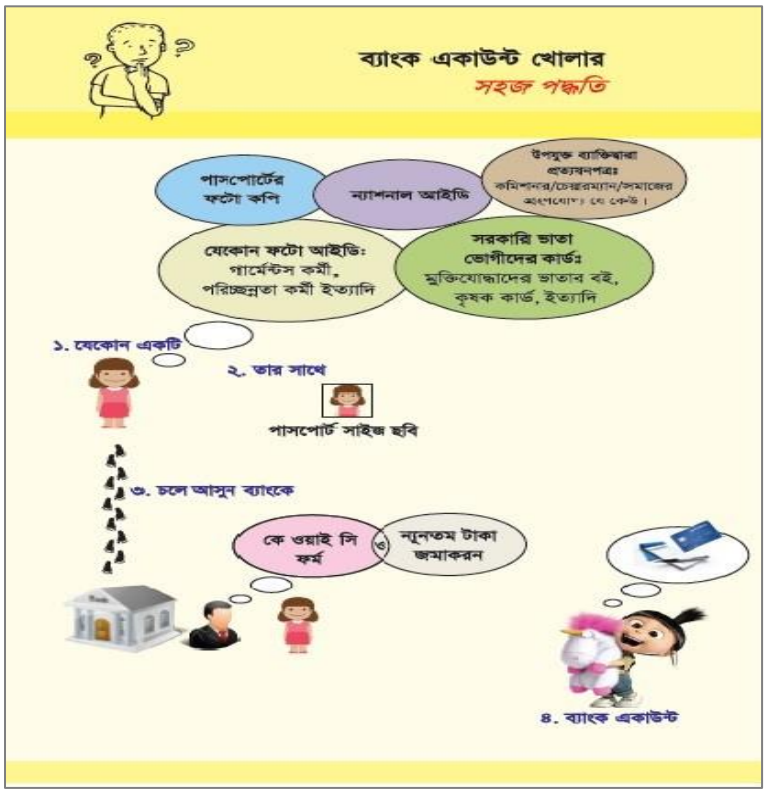

সাধারণত তিন ধরনের আমানত হিসাব খোলা যায়ঃ

১। চলতি আমানত হিসাব

২। সঞ্চয়ী আমানত হিসাব

৩। মেয়াদি আমানত হিসাব

সঞ্চয়ী হিসাব (সেভিংস ডিপোজিট)

১. সঞ্চয়ী আমানত হিসাব ব্যক্তি নামে খোলা হিসাব যেখানে প্রতিদিনের বাড়তি টাকা কোন চার্জ/ফি ছাড়াই প্রতিদিন জমা করা যায়।

২. সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলনও করা যায়।

৩. আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে।

৪. হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে চেক বই এর পাশাপাশি এটিএম/ডেবিট কার্ডও সরবরাহ করে থাকে যা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ সহজেই দেশের যে কোনো প্রান্তে স্থাপিত এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

৫. প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যেমন- টাকা জমা করা, টাকা তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা সুবিধাগুলো সরাসরি জমা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের আমানত হিসাব অত্যন্ত উপযোগী।

চলতি আমানত হিসাব (কারেন্ট ডিপোজিট)

১. চলতি আমানত হিসাব কোন প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়।

২. এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন (লেনদেন) করা যায় এবং আমানতের উপর খুব সামান্য পরিমাণ সুদ/মুনাফা দেয়া হয়।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকই শুধু চলতি হিসাব খুলতে পারে।

মেয়াদি আমানত হিসাব (টার্ম ডিপোজিট/ডিপিএস/এফডিআর)

১. মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়।

২. যেহেতু সুনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, সেহেতু এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ/মুনাফা অর্জন করা যায়।

৩. তবে এ হিসাব চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের মত ব্যবহার করা না গেলেও মেয়াদপূর্তির আগে জরুরি প্রয়োজনে এ হিসাব থেকেও টাকা তোলা যায়, সেক্ষেত্রে সুদ/মুনাফা কিছুটা কম পাওয়া যায়।

৪. ব্যাংক হিসাবধারীকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে অথবা এককালীন সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে এবং মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ আমানতের টাকা ফেরত প্রদান করে।

৫. মেয়াদী আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণ গ্রহণ বা ক্রেডিট কার্ড নেয়া যায়।

নমিনি নির্বাচন/পরিবর্তন

নমিনি হলেন হিসাবধারীর জীবদ্দশায় তার কর্তৃক মনোনীত এমন এক/একাধিক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ। হিসাবধারী একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে কে কত শতাংশের দাবিদার হবেন তা হিসাবধারী হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখ করে দিবেন। হিসাবধারী তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় নমিনি পরিবর্তন করতে পারবেন। ব্যাংক হিসাব খোলার সময় হিসাব খোলার ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় নমিনির তথ্য ও নমিনির স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। এছাড়া, হিসাবধারী কর্তৃক নমিনির এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সত্যায়িত করে এবং নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিও উক্ত ফরমের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়।

নাবালককেও নমিনি করা যাবে। তবে হিসাবধারীর মৃত্যুকালে নমিনি নাবালক থাকলে উক্ত নাবালকের আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় যথাযথ প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

কেওয়াইসি (KYC) কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংক হিসাব খুলতে হলে ব্যাংক কে গ্রাহক সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানাতে হয়। এর জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। সেটাই কেওয়াইসি।

গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যেমন গ্রাহকের ছবি, পরিচয়পত্র, আয়ের সপক্ষে প্রমাণপত্র, লেনদেনের তথ্য, ঠিকানার প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি জমা করতে হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত যাচাই/পর্যালোচনা করে ব্যাংকারগণ গ্রাহকের ঝুঁকি নির্ধারণ করেন।

ই-কেওয়াইসি (e-KYC) কী?

ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক (হাতের আঙুলের ছাপ)/আইরিস (চোখের মাধ্যমে) পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই-কেওয়াইসি। বর্তমানে ই-কেওয়াইসি পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংকে না গিয়েও খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে ব্যাংক হিসাব খোলা যায়। ই-কেওয়াইসি পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে গ্রাহকের তথ্য প্রদান করতে হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত হয়।

ব্যাংকে না গিয়েও কি ব্যাংক একাউন্ট খোলা যাবে?

হ্যাঁ। বর্তমানে ব্যাংকে না গিয়েও কোন ব্যাংকের এ্যাপ ব্যবহার করে হিসাব খোলা সম্ভব। ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে এ ধরণের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়।

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে খরচ হয় কি?

সাধারণত ব্যাংক এর সঞ্চয়ী/চলতি/এসএনডি হিসাব খুলতে ও সচল রাখতে বাৎসরিক/অর্ধবার্ষিক হারে সার্ভিস চার্জ ও সরকারী ফি প্রদান করতে হয়।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ১০/৫০/১০০ টাকায় খোলা নো-ফ্রিল হিসাব সচল রাখতে কোনো সার্ভিস চার্জ বা ফি কাটা হয় না। তথাপি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ফি প্রযোজ্য হলে নির্দিষ্ট সময়ান্তেড় সেটা হিসাবের ব্যালেন্স থেকে কেটে রাখা হয়।